

যীশু খ্রিস্টের উদ্ঘাটন - সংখ্যা সাত

তৃতীয় হায় ও সপ্তম রাজ্যের উত্থান: রববার আইনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্য

Jeff Pippenger
2023-10-29

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে, 'শহরে এক-দশমাংশ' পততি হওয়ার 'সেই একই ঘণ্টায়' দুই সাক্ষীকে নশানস্বরূপ স্বর্গে উত্তোলিত করা হয়। সে ঘণ্টায় 'দ্বিতীয় হায় অতীত হয়েছে; এবং দেখে, তৃতীয় হায় শীঘ্রই আসে।' ইসলাম হলো সপ্তম তুরী এবং তৃতীয় হায়, যা রববারের আইনের 'ভূমিকম্প'-এর 'ঘণ্টা'য় আসে।

আর তারা স্বর্গ থেকে এক মহান কণ্ঠস্বর শুনল, যা তাদের বলল, 'এখানে উঠে এসো'। আর তারা মঘেরে মধ্যে স্বর্গে উঠে গলে; এবং তাদের শত্রুরা তাদের দেখল। আর ঠিকি সেই সময়ে সেখানে এক মহান ভূমিকম্প ঘটল, এবং শহরে দশমাংশ ধসে পড়ল, এবং সেই ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ নহিত হল; আর অবশিষ্টরা আতঙ্কিত হয়ে স্বর্গের ঈশ্বরকে মহিমা দলি। দ্বিতীয় হায় পার হয়ে গেছে; এবং দেখে, তৃতীয় হায় শীঘ্রই আসছে। আর সপ্তম স্বর্গদূত তুর্য বাজালনে; এবং স্বর্গে মহান কণ্ঠস্বর হলো, বলছে, 'এই বিশ্বের রাজ্যসমূহ আমাদের প্রভু ও তাঁর খ্রিস্টের রাজ্য হয়ে গেছে; এবং তিনি যুগে যুগে রাজত্ব করবেন।' আর চব্বিশ জন প্রবীণ, যারা ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের আসনে বসেছিলেন, তারা মুখ খুবড়ে পড়ে ঈশ্বরকে উপাসনা করলেন, বলে, 'হে সর্বশক্তমান প্রভু ঈশ্বর, যিনি আছেন, ছিলেন এবং আসছেন, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই; কারণ তুমি তোমার মহান শক্তি গ্রহণ করছে এবং রাজত্ব শুরু করছে। এবং জাতিগণ ক্রুদ্ধ হয়েছে, আর তোমার ক্রোধ এসে গেছে, এবং মৃতদের বিচার হওয়ার সময় এসেছে, এবং তোমার দাস ভাববাদীদের, এবং পবিত্রদের, এবং যারা তোমার নামকে ভয় করে, ছোট-বড় সকলকে, পুরস্কার দেওয়ার সময় এসেছে; এবং যারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে, তাদের ধ্বংস করারও সময় এসেছে।' আর স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দির খুলে গলে, এবং তাঁর মন্দিরে তাঁর চুক্তির সিন্দুক দেখা গলে; এবং বদ্যুৎ, শব্দ, বজ্রধ্বনি, ভূমিকম্প, এবং প্রবল শলিষ্টি হলো। প্রকাশিত বাক্য ১১:১২-১৯।

দুই সাক্ষী একটা মঘে স্বর্গে উঠে যায়, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে স্বর্গদূতদের একটা দলকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রবন্ধগুলোতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে এবং হাবাক্কুক সারণতিও দেখা যায় যে, সিস্টার হোয়াইট উল্লিখে করেন—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূত হিসেবে উপস্থাপিত স্বতন্ত্র বার্তাগুলি যখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে প্রবশে করে, তখন সেগুলি একেই স্বর্গদূত হিসেবে চিত্রিত হয়; কন্ঠ মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তাটি বহু স্বর্গদূত দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। স্বর্গদূতদের এক বাহিনী দ্বারা মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তা ঘোষণা করতে করতে দুই সাক্ষীকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়; তাই তারা "একটা মঘে" স্বর্গে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার শেষের দিকে, আমি দেখলাম স্বর্গ থেকে এক মহান আলো ঈশ্বরের লোকদের উপর আলোকিত হচ্ছে। এই আলোর রশ্মিগুলি সূর্যের মতো উজ্জ্বল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আর আমি স্বর্গদূতদের কণ্ঠস্বর শুনলাম—তারা উচ্চস্বরে বলছে, 'দেখো, বর আসছেন; তাঁকে সাক্ষাৎ করতে তোমরা বাইরে বেরিয়ে যাও!'

এটি ছিল মধ্যরাত্রে আহ্বান, যা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে শক্তি দিবে। স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতদের পাঠানো হয়েছিল হতাশ পবিত্রজনদের জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের সামনে থাকা মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করতে। সবচেয়ে প্রতীভাবান ব্যক্তিরাই প্রথমে এই বার্তা গ্রহণ করেনি। স্বর্গদূতরা পাঠানো হয়েছিল বনিয়ী, নবিদেতিপ্রাণদের কাছে, এবং তাদের সেই আহ্বান তুলতে বাধ্য করছিল, 'দখে, বর আসছে; তোমরা তাঁর সাক্ষাতে যতে বাইরে বেরিয়ে যাও!' যাদের কাছে এই আহ্বানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তারা তৎপর হয়ে, পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় বার্তাটি ধ্বনিত করল এবং তাদের হতাশ ভাইদের জাগিয়ে তুলল। এই কাজ মানুষের জ্ঞান ও বদ্বিয়ার উপর প্রতীষ্টি ছিল না, বরং ঈশ্বরের শক্তির উপর; আর যারা সেই আহ্বান শুনছিল, তাঁর পবিত্রজনরো, তা প্রতীহিত করতে পারেনি। সবচেয়ে আত্মকিরো প্রথমই এই বার্তাটি গ্রহণ করছিল, আর যারা পূর্বে কাজের নতৃত্ব দিয়েছিল, তারাই ছিল সবশেষে এই আহ্বান গ্রহণ করতে এবং সেই ধ্বনিকে আরও প্রবল করতে সহায়তা করতে, 'দখে, বর আসছে; তোমরা তাঁর সাক্ষাতে যতে বাইরে বেরিয়ে যাও!' প্রারম্ভিক রচনাবলী, ২৩৮।

ভূমিকম্পের সময়ে, যা শহরের এক-দশমাংশ ধ্বংস করে, সাত হাজার মানুষ নিহত হয়। ভূমিকম্পটি যুক্তরাষ্ট্রের রববারের আইনকে নির্দেশ করে। ভবিষ্যদ্বাণীতে শহর বলতে রাজ্য বোঝায়, এবং প্রকাশিত বাক্য ১৭-এ উল্লিখিত দশ রাজার রাজ্যের দশ ভাগের এক ভাগ হলো যুক্তরাষ্ট্র। রববারের আইনের সেই ভূমিকম্পে যুক্তরাষ্ট্র উৎখাত হয় এবং বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে থাকা বন্ধ করে; তারপর এটি দশ রাজার মধ্য প্রধান রাজা—অর্থাৎ বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সপ্তম রাজ্য—হয়ে ওঠে, আর দশ রাজা তাদের রাজ্য পোপতন্ত্রকে দিতে সম্মত হবে; পোপতন্ত্রটি অষ্টম, যা সাতের মধ্য থেকেই।

আর তুমি যে দশটি শিহি দেখেছিলি, সেগুলো দশজন রাজা; তারা এখনো কোনো রাজ্য পায়নি, কিন্তু পশুর সঙ্কে এক ঘণ্টা রাজাদের মতো ক্ষমতা পাবে। এদের একটাই অভিপ্রায় থাকবে, এবং তারা তাদের ক্ষমতা ও শক্তি সেই পশুকে দিবে। এরা মেষশিুর বন্ধুধে যুদ্ধ করবে, আর মেষশিু তাদের জয় করবে; কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা; এবং যারা তাঁর সঙ্কে আছে, তারা আহ্বানপ্রাপ্ত, নবিবাচতি ও বিশ্বস্ত। তিনি আমাকে বললেন, তুমি যে জেল দেখেছিলি, যেখানে সেই ব্যভিচারিণী বসে আছে—সেগুলো হলো জনগণ, বপিল জনতা, জাতসিমূহ ও ভাষাসমূহ। আর তুমি পশুর উপর যে দশটি শিহি দেখেছিলি, তারা সেই ব্যভিচারিণীকে ঘৃণা করবে, তাকে উজাড় ও উলঙ্গ করবে, তার মাংস খাবে, এবং আগুন দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দিবে। কারণ ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে, একমত হতে, এবং ঈশ্বরের বাক্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজ্য পশুকে দিতে স্থাপন করছেন। আর তুমি যে নারীকে দেখেছিলি, সেই সেই মহানগরী, যে পৃথিবীর রাজাদের উপর রাজত্ব করে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১২-১৮।

জাতসিংঘের দশ রাজা "সম্মত" হয়েছে "তাদের বিশ্বব্যাপী 'রাজ্য পশুর হাতে সমর্পণ করতে'।" তাদের "এক মন" রয়েছে, যখন তারা গীতসংহিতা ত্রিশটি "এক মত হয়ে একসঙ্গে পরামর্শ করছিলি।" আহাব ছিল দশ গোট্রের রাজা, যিনি যিশিয়া তেইশে টাইরের বশ্যের সঙ্কে ব্যভিচারের অবধৈ সম্পর্কে লিপিত হয়েছিলি। আহাব ও ইবেলের অবধৈ সম্পর্ক এলিয়ার সময়ে—যাকে বাপ্তসিমদাতা যোহন হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে—হেরোদ ও হেরোদয়ার অবধৈ সম্পর্কের প্রতীপ ছিলি। হেরোদ ছিলি রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি; দানিয়ে সাত অধ্যায়ে রোমীয় সাম্রাজ্যকে দশটি শিঙেরে সমন্বয়ে গঠিত বলা হয়েছে। সেই দশ শিঙকে আহাবের দশ গোট্রের রাজ্য দ্বারা প্রতীপিত করা হয়েছিলি, এবং

উভয়ই জাতসিংঘরে দশ রাজার বশিষ্যে সাক্ষ্য প্রদান করে। অবধৈ সেই সম্পর্কগুলিতে রাষ্ট্রেরে প্রতিনিধিত্বপে আহাব ও হরোদ থাকায়, তাদের ভূমিকা ছিল টাইরেরে সেই বশেযার জন্য বধিরমীদরে ওপর নরিয়াতন কার্যকর করা, য়ে প্রতীকী সত্‌তর বছরেরে শেষে তার গান গায়।

"রাজারা, শাসকরা এবং গভর্নররা নজিদেদের উপর খ্রিস্টিবরিোধীর চহিন আরোপ করছে, এবং তাদেরকে সেই ড্রাগন হিসেবে উপস্থাপতি করা হয়ছে, য়ে সন্তদেরে—যারা ঈশ্বররে আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যাদরে যীশুর বশ্টিবাস আছে—সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়।" প্রচারকদেরে প্রতী সাক্ষ্যসমূহ, 38.

রববারেরে আইনেরে সময় পৃথবীর পশুটি বাইবলীয় ভবশ্টিষদ্বাণী অনুযায়ী ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে শাসন করা বন্ধ করে, কারণ এটি সদ্য ইয়জেবেলেরে সঙ্গে ব্‌যভচার করছে, এবং তারপর জাতসিংঘরে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এরপর এটি সমগ্র বশ্টিবকে বাধ্য করে পশুর একটি বশ্টিবব্যাপী মূর্তি স্থাপন করতে, য়েমন তারা আগে তাদেরে দেশে রববারেরে আইন কার্যকর করার সময় করছেলি।

আর সে সেই অলৌকিক চহিনগুলরি দ্বারা পৃথবীতে বসবাসকারীদেরে প্রতারণা করে, য়েগুলো সে পশুর সামনে করতে ক্‌ষমতাপ্রাপ্ত ছিলি; পৃথবীতে বসবাসকারীদেরে বলছে য়ে তারা য়নে সেই পশুর জন্য একটি মূর্তি তিরৈ করে—য়ে পশুটির তলোয়ারাঘাতে ক্‌ষত ছিলি, তবু সে বেঁচে ছিলি। আর তার ক্‌ষমতা ছিলি পশুর মূর্তিতে প্রাণ দান করার, য়াতে পশুর মূর্তি কথা বলে এবং যারা পশুর মূর্তিকে উপাসনা করবে না তাদেরে সবাইকে হত্যা করা হয়। আর সে ছোট ও বড়, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস—সবাইকে তাদেরে ডান হাতে বা কপালে একটি চহিন গ্রহণ করতে বাধ্য করে; এবং য়াতে কেউ কনিত বা বকির করে না পারে—যদি না সে সেই চহিন, বা পশুর নাম, বা তার নামেরে সংখ্যা ধারণ করে। প্রকাশতি বাক্য ১৩:১৪-১৭।

আহাব, হরোদ, রোমান সাম্রাজ্যেরে দশ রাজা এবং জাতসিংঘরে দশ রাজা সেই ড্রাগনেরে প্রতিনিধিত্ব করে, য়ে সন্তদেরে সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, কারণ যাদরে জয়েবেলে ধর্মদরোহী বলে চহিনতি করে, তাদেরে ওপর উৎপীড়ন চালানোর কাজটি সবসময় জয়েবেলেরে পরকীয়া প্রমেকিই সম্পন্ন করে।

অতএব, ড্রাগনটি প্রধানত শয়তানেরে প্রতিনিধিত্ব করলেও, গৌণ অর্থে এটি পৌত্তলিকি রোমেরে একটি প্রতীক। দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৪৩৯।

রববারেরে আইনেরে ভূমিকম্পে "সাত হাজার" লোক "নহিত" হয়। দানয়িলে অধ্যায় ১১, পদ ৪১-এ, "অনেকে পততি হয়"। রববারেরে আইন আসার সময় যারা পততি হবে, তারা হলো লাওদকীয় সপ্তম-দনি অ্যাডভেন্টিস্টরা, যারা সংকটেরে জন্য প্রস্তুত হয়নি। "সাত হাজার" সংখ্যা ঈশ্বররে লোকদেরে অবশিষ্ট দলকে প্রতিনিধিত্ব করে। কার্মলে পরবতরে সংকটে—যা রববারেরে আইনেরে সংকটকে প্রতিনিধিত্ব করে—ঈশ্বর ঈলয়াকে বলেছেলিনে য়ে "ইস্রায়লে সাত হাজার" আছে যারা বালরে কাছে হাঁটু নত করেনি। এ বশিষ্যে প্রেরতি পৌল মন্তব্য করছেন।

অতএব আমি বলি, ঈশ্বর কিতাঁর জাতিকে ত্যাগ করছেন? একথা কখনই হতে পারে না। কারণ আমিও একজন ইস্রায়লীয়, আবরাহামেরে বংশধর, বনেয়ামনি গোট্ররে। ঈশ্বর যাদরে পূর্ব থেকেই জানতনে, সেই নজিরে জাতিকে তিনি ত্যাগ করেননি। তোমরা কি জান না শাস্ত্র এলয়ির সম্বন্ধে কী বলে? কীভাবে তিনি ইস্রায়লেরে বরিন্দধে ঈশ্বররে কাছে নবিদেন করছেলিনে, এভাবে বলে, প্রভু, তারা তোমার ভবশ্টিষদ্বক্‌তাদেরে হত্যা করছে,

তোমার বদেগিলো উপড়ে ফেলেছে; আর আমি একাই রয়ে গেছি, আর তারা আমার প্রাণ নতি খুঁজছে। কনিতু তাঁকে ঈশ্বর কী উত্তর দেন? আমি আমার জন্ম সাত হাজার লোক রখে দিয়েছি, যারা বালরে প্রতমির সামনে হাঁটু নত করেন। তমেনি, এখন এই বর্তমান সময়ও অনুগ্রহরে নরিবাচন অনুযায়ী একটি অবশিষ্ট অংশ রয়েছে। রোমীয় ১১:১-৫।

"সাত হাজার" শব্দ দুটি ঈশ্বরের লোকদরে একটি অবশিষ্টাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে, কনিতু যবে প্রক্বেষাপটে তাদরে প্রতীকীভাবে সনাক্ত করা হয়ছে, সটেকি ববিচেনায় নতি হবো। রববাররে আইনরে ভূমকিম্পে উৎখাত হওয়া পুরুষরা হল অবশিবস্তু সভেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টদরে অবশিষ্টাংশ; যারা সখোনই তখন আধুনকি আধ্যাত্মকি বাবলিনরে দ্বারা বন্দী হয়ে যায়। প্রাচীন আক্শরকি ইস্রায়লেরে ভাববাণীমূলক ইতিহাসে, যখন বাবলিন তনিবাররে মধ্যে দ্বিতীয়বার যরিশালমেকে উজাড় করে দিয়েছিলি, তখন "দেশেরে" "শক্তশালী" "সাত হাজার" পুরুষরে একটি অবশিষ্টাংশকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলি।

আর তনি ইয়োহোয়াকনিকো বাবলিনে বন্দী করে নিয়ে গলেনে, আর রাজার মা, রাজার স্ত্রীগণ, তাঁর কর্মকর্তারা, এবং দেশেরে পরাক্রমশালী লোকদরে—তাদরে সবাইকে তনি যরিশালমে থেকে বাবলিনে বন্দী করে নিয়ে গলেনে। আর সমস্ত পরাক্রমশালী লোক—সাত হাজার জন—এবং কারগির ও কর্মকার—এক হাজার জন—যারা সকলই বলবান ও যুদ্ধরে যোগ্য, তাদরে সকলকেই বাবলিনরে রাজা বাবলিনে বন্দী করে নিয়ে গলেনে। আর বাবলিনরে রাজা তার স্থলে তার পতির ভাই মাতানিয়াহকে রাজা করলেনে এবং তার নাম পরবির্তন করে সদিকিয়া রাখলেনে। ২ রাজাবলি ২৪:১৫-১৭।

যইমাত্র রববাররে আইনরে ভূমকিম্পে জেরুসালমেরে পরাক্রমশালী পুরুষরে পততি হয়, "তৃতীয় বপিদ শীঘরই আসো। আর সপ্তম স্বর্গদূত তুর্যধ্বন কিলনো।" তৃতীয় বপিদ হল সেই সপ্তম তুর্য, যা সপ্তম স্বর্গদূত ধ্বনতি করনো। রববাররে আইনরে সেই "ভূমকিম্প"-এর 'ঘণ্টা'য়—ইসলাম আঘাত হনো!

প্রথম ও দ্বিতীয় দুর্ভোগরে সময় ইসলামরে অন্যতম প্রধান বশিষ্ট্য ছিল এই ঐতিহাসকি সত্য: যবে প্রক্বেষাপটে তারা তাদরে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমকি পালন করছিলি, সেই ইতিহাসে প্রচলতি যুদ্ধকৌশলে তুলনায় তাদরে যুদ্ধপদ্ধতি ছিলি ভিন্ন। তাদরে যুদ্ধপদ্ধতি ছিলি আকস্মকি ও অপ্ৰত্যাশতিভাবে আঘাত হনো। "assassin" শব্দটি ঐ সময়রে ইসলামি যোদ্ধাদরে প্রথা থেকে উদ্ভূত। তাদরে আক্রমণ ছিলি দ্বিতীয় বশিবযুদ্ধরে জাপানি কামকিজদেরে মতো। ইসলামি যোদ্ধারা লক্ষ্যকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেরোও মারা যাওয়ার প্ৰত্যাশা করতেনে। এই কারণে, যোদ্ধাদরে মধ্যে একটি সাধারণ প্রথা ছিলি মৃত্যুভয় দমাতো আক্রমণরে আগে হাশিশি সবেন করে মাতাল হওয়া, যনে মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হওয়া যায়। যখন তারা তাদরে শকিরকে আঘাত করত, তা হতো আকস্মকি ও অপ্ৰত্যাশতি; আর কাঙ্ক্ষতি মানসকি অবস্থার জন্ম হাশিশিরে ওপর তাদরে নরিভরতা, গোপন আক্রমণরে সঙগে মলিতি হয়ে, "হাশিশি" শব্দরে সঙগে সংযোগরে কারণে "assassin" শব্দটির শব্দমূলগত ভিত্তি গঠন করছিলি।

তৃতীয় বপিদ ও সপ্তম তুর্য "শীঘরই আসো।"

একইভাবে, ১৮৪৪ সালরে ২২ অক্টোবর, চুক্তরি বার্তাবাহক "হঠাৎ" তাঁর মন্দরি এলনো। সিস্টার হোয়াইট চুক্তরি বার্তাবাহকরে আগমনরে "হঠাৎভাবে"কে ব্যাখ্যা করে বলছেন যবে তাঁর আগমন ছিলি "অপ্ৰত্যাশতি"। অতএব ১৮৪৪ সালরে ২২ অক্টোবর যবে চারটি "আগমন" পূরণ হয়েছিলি, সেগলো সবই ছিলি অপ্ৰত্যাশতি ও আকস্মকি।

আমাদের মহাযাজক হিসেবে খ্রীষ্টেরে অতপিবতিরস্থানে আগমন, পবতিরস্থান শুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে—যা দানযিলে ৮:১৪-এ প্রকাশিত হয়েছে; মনুষ্যপুত্রেরে দনিপ্রাটানরে কাছে আগমন, যমেন দানযিলে ৭:১৩-এ উপস্থাপিত হয়েছে; এবং প্রভুর তাঁর মন্দরিে আগমন, যা মালাখাভবিষ্যদবাণী করছিলেন—এসবই একই ঘটনার বিবরণ; এবং এটাই আরও চিত্রিত হয়েছে বররে বিবাহে আগমনের মাধ্যমে, যা খ্রীষ্ট বরণনা করছেন মথা ২৫ অধ্যায়ের দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে। মহাসংঘর্ষ, ৪২৬।

দশ কুমারীর দৃষ্টান্তটি অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হয়; অতএব ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর যে চারটি 'আগমন' পূরণ হয়েছিল, সেগুলি রবিবারের আইন-রূপ ভূমিকম্পে আবারও অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হবে। কুমারীদের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে ভাষ্য করতে গিয়ে, সিস্টার হোয়াইট সেই সাক্ষ্যে আরও সংযোজন করেন, যা রবিবারের আইনের ভূমিকম্পে প্রতীকায়িত আকস্মিকতা ও অপ্ৰত্যাশিততাকে চিহ্নিত করে; আর সটেই 'মধ্যরাত্রিরি আহ্বান'-এর নথিত পরিপূর্ণতা।

সংকট চরিত্রকে প্রকাশ করে। যখন মধ্যরাত্রে গম্ভীর কণ্ঠ ঘোষণা করল, "দখে, বর আসছে; তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বের হও," তখন নদিরামগন কুমারীরা ঘুম থেকে জেগে উঠল, এবং বোঝা গলে যে এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত নিষিদ্ধ। দু'পক্ষই অপ্ৰত্যাশিতভাবে বিস্মিত হলো, কিন্তু এক পক্ষ জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল, আর অন্য পক্ষকে পাওয়া গলে অপ্ৰস্তুত। পরিস্থিতি চরিত্রকে প্রকাশ করে। জরুরি পরিস্থিতি চরিত্রের সত্যিকার দৃঢ়তা প্রকাশ করে। কোনো আকস্মিক ও অপ্ৰত্যাশিত বিপ্লব, শোক বা সংকট, কোনো অপ্ৰত্যাশিত অসুস্থতা বা যন্ত্রণা—যে-কিছু আত্মকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করায়—তা চরিত্রের প্রকৃত অন্তর্নহিত স্বরূপ উন্মোচিত করে। প্রকাশ পাবে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিনিধিত্বগিলতি সত্যই কোনো বিশ্বাস আছে কিনা। প্রকাশ পাবে, আত্মা কৃপা দ্বারা সমর্থিত কিনা, দীপরে সঙ্গে থাকা পাত্রে তলে আছে কিনা।

পরীক্ষার সময় সবারই আসে। ঈশ্বরের পরীক্ষা ও যাচাইয়ের অধীনে আমরা নিজদেরে কীভাবে আচরণ করি? আমাদের প্রদীপ কী নিভিে যায়? নাকি আমরা এখনও সেগুলো জ্বালিয়ে রাখি? যিনি কৃপা ও সত্যে পরিপূর্ণ, তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগের মাধ্যমে কী আমরা প্রত্যাশিত জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত? পাঁচজন জ্ঞানী কুমারী তাদের চরিত্র পাঁচজন মূর্খ কুমারীর মধ্য দিতে পারেননি। চরিত্র আমাদের প্রত্যেকেকে ব্যক্তিগতভাবে গঠন করতে হবে। রিভিউ অ্যান্ড হেরোল্ড, ১৭ অক্টোবর, ১৮৯৫।

রবিবারের আইনের ভূমিকম্পের সময়, যুক্তরাষ্ট্রের বাইবলেরে ভবিষ্যদবাণীর ষষ্ঠ রাজ্য আর থাকে না। সংকটের জন্য প্রস্তুত নিষিদ্ধ এমন সাত হাজার লাওদকীয় অ্যাডভেন্টিস্টদেরে সেই অবশিষ্ট দল, পশুর ছাপেরে জন্য প্রস্তুত এমন এক চরিত্র প্রকাশ করবে। তারপর ইসলাম হঠাৎ ও অপ্ৰত্যাশিতভাবে আসে, কারণ 'সপ্তম স্বর্গদূত' ধ্বনি তুললে 'তৃতীয় হায দ্রুত আসে'!

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর যে চারটি 'আগমন' সকলই পূরণ হয়েছিল, সেগুলো পরে আবার পুনরাবৃত্ত হয়। প্রথম আগমনটি বিচারের উদ্বেগনকে চিহ্নিত করছিল, দানযিলে অধ্যায় আট, পদ চৌদ্দ-এর পূর্ণতা হিসেবে। এটি প্রথম স্বর্গদূতেরে সেই বার্তাকে নিশ্চিত করছিল, যা ঘোষণা করছিল যে তাঁর বিচারের 'সময়' এসে গেছে। ঐ পূর্ণতা ভূমিকম্পেরে 'সময়'-কে প্রতীকায়িত করে, যা রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে শুরু হয়, এবং সটেই সেই 'সময়' যখন ইসলাম একটা রবিবারের আইন পাস করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রেরে উপর 'তাঁর বিচার'

নিয়ে আসে।

মালাখরি তৃতীয় অধ্যায়ে চুক্তির দূত হঠাৎ এসে সেই মন্দরি এলেন, যা তিনি ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ছেলেগুলি বছরে গড়ে তুলছিলেন, মলিরাইট ইতিহাসে "লবীয়দের" সঙ্কে চুক্তিতে প্রবেশ করার জন্য। রবিবারের আইনের ভূমিকম্পে, চুক্তির দূত হঠাৎ এসে পুনরুত্থতি শূন্য মৃত অস্থিগুলির মন্দরি প্রবেশ করেন, এক লক্ষ ছয়শ লক্ষ হাজারের ইতিহাসে "লবীয়দের" সঙ্কে চুক্তিতে প্রবেশ করার জন্য।

রবিবারের আইনের সেই ভূমিকম্পের সময় মনুষ্যপুত্র পতির কাছে একটি রাজ্য গ্রহণ করতে আসেন, দানয়িলে সাত নম্বর অধ্যায়ে ত্রয়োদশ পদে পরপূর্তিতে, যখন তিনি ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর করেছিলেন; কারণ ভূমিকম্পের 'ঘণ্টা'তে স্বর্গে 'কণ্ঠস্বরসমূহ' আছে, যারা ঘোষণা করে যে, "এই জগতের রাজ্যসমূহ আমাদের প্রভু ও তাঁর খ্রিস্টের রাজ্যে পরিণত হয়েছে; এবং তিনি যুগে যুগান্তর রাজত্ব করবেন। আর চব্বিশ প্রবীণ, যারা ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁদের আসনে বসেছিলেন, তাঁরা মুখের উপর পড়ে ঈশ্বরকে উপাসনা করলেন, বলে, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, হে সরবশক্তমান প্রভু ঈশ্বর, যিনি আছেন, ছিলেন, এবং আসবেন; কারণ তুমি তোমার মহাশক্তি গ্রহণ করছে, এবং রাজত্ব করছে।"

ভূমিকম্পের সময়, যখন তাঁর বচির এসে গেছে, তখন যে রাস্তায় তাদের হত্যা করা হয়েছিল সেখান থেকেই পূর্বে পুনরুত্থতি করা দুই সাক্ষী উঠে দাঁড়ায়। তারপর, এক মহাশক্তি শালী বাহিনীর মতো, তারা স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়, আর অবশিষ্ট সাত হাজার লাওদিকিয়ান অ্যাডভেন্টিস্ট ধ্বংস হয়ে যায়। তখনই জুগুনী গম মূর্খ আগাছা থেকে পৃথক করা হয়েছে। এরপর খ্রিস্ট তাঁর রাজ্য গ্রহণ করেন এবং সপ্তম শক্তি বজে ওঠে, যা তৃতীয় দুর্ভোগও বটে; এটি হঠাৎ ও অপ্ৰত্যাশিতভাবে এসে পড়ে, এবং তখন "জাতসিমূহ" "করুণ হয়, এবং তোমার ক্রোধ এসে গেছে।"

জাতসিমূহকে ক্রোধান্বিত করে তোলা ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকা, এবং এটি ভূমিকম্পের মুহূর্তে শুরু হয়ে মানবীয় পরীক্ষাকালের সমাপ্তি ও শেষ সাতটি মারী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যা 'তোমার ক্রোধ এসেছে' এই কথায় উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন আর পরীক্ষাকালের সমাপ্তির মধ্যবর্তী সময়ে—যখন ঈশ্বরের ক্রোধ শেষ সাতটি মারীতে প্রকাশ পায়—তৃতীয় বপিদ (ইসলামের প্রতীক), সপ্তম তুর্যধ্বনি (ইসলামের প্রতীক), এবং জাতসিমূহের ক্রোধান্বিত হওয়া (ইসলামের প্রতীক)—এই তিনটি প্রতীকী সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি রবিবারের আইনে ইসলামের আগমনের পরপূর্তি।

আদতে মলিরাইট আন্দোলনের মতোই, মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি ছিল একটি ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর সংশোধন। মলিরাইট ইতিহাসে, যে ঘটনাটি ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সটেই ঘটেনি। মলিরাইট ইতিহাসের শুরুতে, ফলিডলেফিয়ানরা তাদের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করেছিল, কারণ ঈশ্বর ১৮৪৩ সালের চার্টের একটি ভুলে ওপর তাঁর হাত রেখেছিলেন।

ফডিচার ফর আমেরিকার শেষ পর্যায়ে লাওদিকীয় আন্দোলনে, ঈশ্বর কখনোই নিজের হাত দিয়ে সেই ভুলটিকে ঢেকে রাখেননি। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োগে আর সময় ব্যবহার করা হবে না—এই সত্যটি ঢেকে দিয়েছিল মানুষের হাতই। মানুষের হাত মানুষের কাজের প্রতীক।

এক লক্ষ চ্যাললশি হাজারের সমাপনী আন্দোলনে, সময় প্রয়োগেরে ভুলটি ছিলি পাপ, কারণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময় আর প্রয়োগ করার কথা ছিলি না। সময়েরে পাপপূরণ প্রয়োগটি প্রতীকায়তি হয়ছিলি মৌশরি দ্বারা, যখন তিনি তাঁর পুত্রেরে খৎনা করতঃ ঈশ্বরেরে আদশে উপেক্ষা করছিলি; এবং এটি প্রতীকায়তি হয়ছিলি উজ্জার দ্বারা, যখন তিনি ঈশ্বরেরে সঃই আদশে উপেক্ষা করছিলি যঃ কেবল যাজকরাই চুক্তরি সন্দিুক স্পর্শ করতঃ পারে। ঈশ্বরেরে লোকদেরে দ্বারা ওই দুটি পাপপূরণ কাজ বা অকর্মেরে কোনোটঃ ঘটনো প্রভুর ইচ্ছা ছিলি না। পাপেরে একটমাত্র সংজ্ঞা আছে—এটি হিলো বধিন লঙ্ঘন। মৌশাি খৎনা-সংক্রান্ত ঈশ্বরেরে বধিন লঙ্ঘন করছিলি, উজ্জা পবতিরস্থান-সংক্রান্ত ঈশ্বরেরে বধিন লঙ্ঘন করছিলি, এবং এই আন্দোলন ঈশ্বরেরে ভাববাদী বধিন লঙ্ঘন করছে। প্রাচীন ইস্রায়লেকঃ ঈশ্বরেরে বধিনেরে আমানতধারী করা হয়ছিলি, এবং অ্যাডভেন্টে আন্দোলনকঃ তার সূচনা ও সমাপ্তি উভয় পর্যায়েই ঈশ্বরেরে ভাববাদী সত্য়সমূহেরে আমানতধারী করা হয়ছিলি।

তার সংকটে, সপি়োরঃ তৎক্ষণঃ নজিঃই তাদরে পুত্রেরে খৎনা সম্পন্ন করনে; এর মাধ্যমে তিনি সঃই অনুতাপেরে প্রতিনিধিত্ব করনে, যা এই আন্দোলনে জড়িতদেরে বার্তার সঃগঃ সময়েরে প্রয়োগকঃ যুক্ত হতঃ দেওয়ার পাপপূরণ নষ্ক্রিয়তার জন্য অবলিম্বঃ প্রকাশ করা উচিত ছিলি। উজ্জার কর্মকাণ্ডেরে কারণে দাউদঃ তমেনই গভীর অনুতাপ প্রকাশ করনে। ১৮ জুলাই, ২০২০-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে সময়েরে প্রয়োগ কোনোভাবে সঠিকি ছিলি, অর্থাৎ তা কোনোভাবে ঈশ্বরেরে ইচ্ছাই ছিলি—এমন যুক্তি দেখানো মানঃ হলো বলা যঃ মৌশাি ও সপি়োরঃ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরে স্পষ্ট আদশে মান্য করার প্রয়োজন ছিলি না, এবং ঈশ্বর সত্য়ই পরোয়া করনেরি উজ্জা সন্দিুক স্পর্শ করছিলি কঃি না। ১৮ জুলাই, ২০২০ ছিলি একটি মিথ্য়া ভবিষ্যদ্বাণী, এবং যঃ উপাদানটি মিথ্য়া ছিলি তা ছিলি সময়েরে উপাদান।

এই সত্য়গুলো পরবর্তী নবিন্ধে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হবঃ।

“প্রভু আমাকে দেখিঃছেন যঃ তৃতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তা অবশ্যই যতঃ হবঃ এবং প্রভুর ছড়িয়ে ছটিয়ে থাকা সন্তানদেরে কাছঃ ঘোষণা করতঃ হবঃ, এবং সটেকিঃ সময়েরে ওপর নরিভরশীল করা উচিত নয়; কারণ সময় আর কখনোই পরীক্ষার বিষয় হবঃ না। আমি দেখলাম, কটে কটে সময় নিয়ে প্রচার থেকে ভ্রান্ত উত্তজেনা পাচ্ছঃ; অথচ তৃতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তা সময়েরে চয়ে শক্তিশালী। আমি দেখলাম, এই বার্তাটি নিজস্ব ভিত্তিরি ওপর দাঁড়াতঃ পারে, একে শক্তিশালী করতঃ সময়েরে প্রয়োজন নঃই, এবং এটি মহান শক্তিতে অগ্রসর হবঃ, তার কাজ সম্পাদন করবঃ, এবং ধার্মকিতায় দ্রুত সমাপ্ত হবঃ।”

Experience and Views, 48.